৮/১০/২০০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

পৃঃ ২ কলাম ৫

মীর আব্দুল আলীম, রূপগঞ্জ থেকে ॥ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও নানা অব্যবস্থার কারণে এ দেশের অনেক শিক্ষার্থী আজ স্কুলবিমুখ হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে শ্রেণী কক্ষের অভাব। প্রয়োজনের তুলনায় টেবিল-চেয়ার ব্লাকবোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্র নেই। নেই টয়লেট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাজধানীর অদূরের শিল্পশহর রূপগঞ্জের মাছিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এমনি একটি শিক্ষালয়। এখানে সমস্যার অন্ত নেই। সব ক্ষেত্রেই শুধু নেই আর নেই। শ্রেণীকক্ষের অভাবে শিক্ষার্থীদের পড়তে হচ্ছে খোলা বারান্দার ফ্লোরে। শ্রেণী কক্ষগুলোতে নেই পর্যাপ্ত আসবাবপত্র। ১৯২৯ সালে ৪২ শতাংশ জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনেও প্রয়োজন মোতাবেক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। জরাজীর্ণ ভবনের ছাদ দিয়ে বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে। বিদ্যালয়ে একটি টিউবওয়েল থাকলেও তা কখনই ব্যবহার উপযোগী থাকে না। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিনোদন এবং খেলাধুলার তেমন ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিয়েও রয়েছে অভিযোগ। তাই ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারও কম। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক অভিভাবক এ প্রতিনিধিকে জানালেন, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা খুবই নিম্নমানের। এক সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে ক্লাস নেয়া হয়। অনেক সময় শিক্ষক অনুপস্থিতির কারণে স্কুলে গিয়েও শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করে সময় কাটায়।

প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল্লাহ জানান, এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩৭১ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে, এ পরিমাণ ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, ক্লাসরুম ও আসবাবপত্র নেই। তাই বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীদের নানা কষ্ট সইতে হয়। তিনি বলেন, সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানে নতুন ভবন নির্মাণ করার কথা। ভবন নির্মাণ হলে এবং আসবাবপত্র ও শিক্ষকস্বল্পতার সমস্যা দূর হলে এখানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে। তবে তিনি সময়মতো ক্লাস না হওয়া এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি দোস্ত মোহাম্মদ ভুইয়া বলেন, সরকারীভাবে পরিকল্পিত নতুন ভবন নির্মিত হলে এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বরাদ্দ দেয়া হলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান সহজতর হবে। তিনি বলেন, শত প্রতিকূলতার মাঝেও শিক্ষার মানরক্ষার্থে শিক্ষকবৃন্দ ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির ত্রুটি নেই।

মাছিমপুর প্রাইমারী স্কুলের বারান্দায় ক্লাস চলছে -জনকণ্ঠ

সমস্যার আর এক নাম মাছিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়